



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

বাতজ্বর এবং স্ট্রপেটে একক্কাল ব্যাকটেরিয়া জনিত রক্তিকটভি আররাইটসি

ববরণ 2016

বাতজ্বর কী?

ইহা কী?

বাতজ্বর এমন একটা রোগ যা স্ট্রপেটে একক্কাল ব্যাকটেরিয়া জনিত গলার পুরদাহে হয়ে থাকে। স্ট্রেপটোকোক্কাল ব্যাকটেরিয়াক বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে এর মধ্যে গল্প "এ" দ্বারা বাতজ্বর হয় যদিও স্ট্রেপটোকোক্কাল ইনফেকশন স্কুল গামী বাচ্চাদের গলার পুরদাহের অন্যতম কারণ, কিন্তু সব গলার পুরদাহে বাচ্চাদের বাতজ্বর হয় না। এই রোগ হৃদপনিডে পুরদাহ ও কষত করে, এই রোগে প্রথমতে অল্প সময় ময়োদী গটিে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়, এবং পরে হৃদপনিডেরে পুরদাহ, অস্বাভাবিক ও অনয়িন্ত্রতি শারীরিক গতিবিধি (করগিয়া) দেখো যায় যা মস্তসিক্বে পুরদাহের কারণে। চামড়ায় র্যাশ অথবা চাকা দেখো যতে পারে।

এটা সাধারণত কতটুকু দেখো যায় ?

অ্যান্টিবায়োটিক আবসিকাররে পূর্বে উষ্ণ আবহাওয়া অঞ্লে এই রোগের সংখ্যা বেশী ছিল। গলার পুরদাহে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে এই রোগে সংখ্যা কমে গছে কিন্তু এখনও ৫-১৫ বছরের বাচ্চার এই রোগে আক্রান্ত হয় গেটা পৃথিবীতে এবং হৃদপনিডেরে অসুখের ও কারণ হয়ে থাকে কিছু সংখ্যাকরে কষতেরে। বাতজ্বর রোগেরে বসিতার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্লে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দেখো যায়।

বাতজ্বরেরে সংখ্যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যা দেখো যায়। কিন্তু কিছু দেশে এর সংখ্যা শূন্যেরে কেঠায় আবার কেঠাও কেঠাও মধ্যম থেকে উচ্চ হারে দেখো যায় (৪০ জন /লাখ/বছর)। পৃথিবী ব্যাপী ১৫ মলিয়ন লোক বাতজ্বরেরে জনিত হৃদরোগে আক্রান্ত যখনে বছরে ২ লাখ ৮২ হাজার নতুন করে সংক্রামতি হয় এবং ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মারা যায়।

বাতজ্বরেরে কারণগুলো কীক ?

স্ট্রেপটোকোক্কাল পায়েরে জনে বা গল্প "বটি" হমে লাইটকি স্ট্রেপটোকোক্কাল ব্যাকটেরিয়ো ইনফেকশনেরে ফলে শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। গলার পুরদাহ এই রোগেরে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বতি করে, যখন রোগেরে লক্ষণগুলো, সম্প্রকবে বেঝা যায় না।

স্ট্রেপটোকোক্কাল পায়েরে জনে বা গল্প "বটি" হমে লাইটকি স্ট্রেপটোকোক্কাল ব্যাকটেরিয়ো ইনফেকশনেরে ফলে শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। গলার পুরদাহ এই রোগেরে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বতি করে, যখন রোগেরে

লক্ষণগুলো, সর্ম্পকবে বেঁধা যায় না।

এটা কি বংশ গত ?

বাতজ্বর কোন বংশগত রোগ নয়, কারণ এটা বাবা মা থেকে বাচচার মধ্যে সংক্রমিত হয় না। যদিও একই পরিবারে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ জনি গত কিছু বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা স্ট্রপেটোকক্কাল ইনফেকশন ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিতে সংক্রামন হয়। স্ট্রপেটোকক্কাল সংক্রমণ সাধারণত শ্বাসনালীর এবং লানার মধ্যদিকে ছাড়তে পারে।

কেন আমার বাচচার এই রোগটি হল ? এটা কি প্রতিরোধ করা যাবে ?

আবহাওয়া ও স্ট্রপেটোকক্কাল ব্যকটেরিয়ার প্রকার ভেদে কারণে এই রোগ হয়ে থাকে কিন্তু আসল কারণ বের করা কঠিন। গটিরে প্রদাহ ও হৃদপিণ্ডের প্রদাহ স্ট্রপেটোকক্কাল এর প্রোটিন এর কারণে শরীরে এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে যদি কিছু কিছু প্রকার স্ট্রপেটোকক্কাল ইনফেকশন করে বুকপিণ্ড ব্যক্তিকে। ঘনবসতি অন্যতম কারণ, যা রোগ ছড়াতো সাহায্য করে। বাতজ্বর প্রতিরোধ নিশ্চিত করে খুব দ্রুত সনাক্ত করা এবং অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা দেওয়া (এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পেনিসিলিন অন্যতম) স্ট্রপেটোকক্কাল জনিত গলায় প্রদাহ বাচচাদরে চিকিৎসার জন্য।

এটা কি সংক্রামক ?

বাতজ্বর নজি সংক্রামক নয় কিন্তু স্ট্রপেটোকক্কাল জনিত গলায় প্রদাহ সংক্রামন করতে পারে। স্ট্রপেটোকক্কাল ইনফেকশন ব্যক্তিত্ব হতে ব্যক্তিতে ছড়াতো পারে এবং ঘনবসতি জনিত কারণে বাসায়, স্কুলে অথবা ব্যায়ামগারে। ভালভাবে হাত ধোবে এবং স্ট্রপেটোকক্কাল জনিত কারণে গলায় প্রদাহে আক্রান্ত ব্যক্তির খুব কাছাকাছিনা যাওয়া।

প্রধান প্রধান উপসর্গগুলি কি কি।

বাতজ্বর সচরাচর প্রত্যেকে রোগীর ক্ষেত্রে একই রকম উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ করে। এটা হতে পারে স্ট্রপেটোকক্কাল জনিত গলায় প্রদাহ, টনসিলি ফুলে যাওয়ার পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে যথাযথ চিকিৎসা না করলে এই রোগ হতে পারে।

গলায় প্রদাহ বা টনসিলি প্রদাহ জ্বর, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, লাল তালু, টনসিলি হয়ে পুজ বরে হওয়া এবং ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং ব্যথা হবে। যদিও এই উপসর্গ অল্প বা নাও দেখা যতে পারে স্কুলগামী ও বয়ঃসন্ধি বাচচাদরে। একটার রোগ আক্রান্তের পর ২-৩ সপ্তাহ রোগের উপসর্গ দেখা যায় না, পরে জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ করতে পারে যা নীচে বর্ণিত হলো।

গটিরে প্রদাহ

গটিরে প্রদাহ একই সময় বিভিন্ন বড় গড়ায় হতে পারে বা একটা গড়ায় হতে অন্য গড়ায় যতে পারে একটা হতে দুইটা একই সময়ে (হাটু, কনুই, গাড়ালা বা কাধে)। এক বলা হয় সংক্রামনশীল বা হঠাৎ গটিরে প্রদাহ। হাতে ও ঘাড়ের হাড়ডিতে কম হয় গটি ফুলে যাওয়ার পরে গটিতে ব্যথা বেশী অনুভূত হয়। বদেনানাশক ঔষধ খাওয়ার পর ব্যথা কমবে

যায়। এসপরেনি নামক বদেনানাশক ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়।

হৃদপিণ্ডের প্রদাহ

হৃদপিণ্ডের প্রদাহ একটি মারাত্মক লক্ষণ। বেশিরামের সময় বা ঘুমের মধ্য হৃদপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দেয় যা বাতজ্বর জনিত হৃদপিণ্ডের প্রদাহের প্রকাশ। হৃদপিণ্ডের পরীক্ষার অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া সাথে হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ পাওয়া গেলে তা নিশ্চিত করে যে হৃদপিণ্ডের আক্রান্ত হয়েছে। এ স্বাভাবিক হৃদপিণ্ডের শব্দ যা সূক্ষ্ম থেকে অনেকে জেরালো শোনা যায় তা নির্দেশ করে "এনডোকারডাইটিস"। যদি প্রদাহটি হৃদপিণ্ডের আবরণীতে হয় তখন তাকে "পেরিকারডাইটিস" বলে। হৃদপিণ্ডের চারপাশে কিছু পানি জমে যা কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না। হৃদপিণ্ডের মাংসের প্রদাহের কারণে এর সংকোচন ও প্রসারণে গতি কমে যায়। এর ফলে কাশি, বুকে ব্যথা, নাড়ির গতিবিড়ে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিড়ে যায়। তখন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাজে পাঠাতে হবে এবং কিছু পরীক্ষা প্রয়োজন হবে। বাতজ্বরের জনিত হৃদপিণ্ডের ভালব আক্রান্ত হতে পারে প্রথম বার বাতজ্বর হলে কিন্তু এটা পরের বার বাতজ্বরে আক্রান্তের ফলেও হতে পারে। পরবর্তীতে বড় হয়ে আরো সমস্যা হবে যা পরিত্রাণ করা কঠিন।

"কোরিয়া"

কোরিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ নাচ। "কোরিয়া" হল চলাচলের ব্যর্থতা মসৃলকিরে যে অংশ শরীরের চলাফেরা নিয়ন্ত্রন করে তার প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে। বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ১০-৩০% লোকেরে এটা হয়ে থাকে। কোরিয়া রোগি ও হৃদপিণ্ডের প্রদাহের অনেকে পরে হয়ে থাকে যা গলার প্রদাহের ১-৬ মাস পরে হয়ে থাকে। প্রাথমিক লক্ষণ হল স্কুলগামী বাচ্চাদের হাতের লেখা খারাপ হয়, নজিরে জামা কাপড় পড়া ও নজিরে কাজ করার অসুবিধা হয়। কখনও হাটতে ও খেতে সমস্যা হয়। কারণ চলাফেরার সময় অস্বাভাবিক কম্পন হয়। চলাফেরা ঐচ্ছিক ভাবে কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রন করা যায়। ঘুমের মধ্য থাকেনো বা বড়ে যায় যখন জের করা হয় এবং ক্লান্ত থাকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশুনার ব্যঘাত ঘটে কারণ অমনোযোগী, দুশ্চিন্তা, মজোজ ঠকি থাকে না। সহজেই কান্না করে দেয়। যদি সূক্ষ্মভাবে না দেখা হয় তাহলে এটাতো আচার আচরনের অসুবিধা মনে হবে এগিয়ে যাবে। যদিও তা নজিরে নজিরে ভালো হয়ে যায় তবুও চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

চামড়ার ফুলকুড়ি

চামড়ার ফুলকুড়ি খুব কমই হয়ে থাকে বাতজ্বরে যাকে বলা হয় "ইরাইথিমো মারজনিটোম" যা দেখতে লাল গোলা দাগের মত এবং "সাব কডিটনেআস নো ডিওল" যার ব্যথা নাই, নড়াচড়া করা যায়, শস্যকনার মত দানাদার, উপরের চামড়া রং স্বাভাবিক, সাধারণত সংযুক্ত স্থলেরে চামড়ার উপর পাওয়া যায়। এই লক্ষণ গুলো ৫% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুস্থ ও হঠাৎ হওয়ার জন্য অনেকে সময় এই লক্ষণগুলো ধরা পড়েনা। এই লক্ষণগুলো একা হয় নাই, এর সাথে হৃদপিণ্ডের মাংসের প্রদাহ হয়। বাবা মারা আরো বলেন যে এর সাথে বাচ্চাদের জ্বর, ক্লান্তি, খাবারেরে অরুচি, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, পটে ব্যথা এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়া যা রোগেরে প্রাথমিক স্তরে হয়।

এই রোগ সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একই হবে?

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বড় বাচ্চাদের অস্বাভাবিক হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনা যায় বা বয়সনধিকালো গাটেরে প্রদাহ ও জ্বর থাকে। ছোট বাচ্চারা হৃদপিণ্ডের প্রদাহ অসুবিধা নিয়ে আসে তাদেরে গরির অসুবিধা কম থাকে।

"কোরিয়াঃ এককী দেখে দিতে পারে বা এর সাথে হৃদপিণ্ডের প্রদাহ থাকতে পারে। কিন্তু নবিড়ি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নরিক্ষা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরামর্শ করা প্রয়োজন।

এই রোগ বাচ্চাদের ও বড়দের ক্ষেত্রে আলাদা?

বাতজ্বর হল স্কুলগামী বা ছোট বাচ্চাদের রোগ যা ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। ৩ বছরের পূর্বে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং ৮০% ক্ষেত্রে ৫-১৯ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে কন্ট্রোল এটা দরীতে হতে পারে যদি অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা প্রকৃতভাবে না হয়।